সম্পাদক
শাহাদত চৌধুরী
নির্বাহী সম্পাদক
মোহসিউল আদনান
প্রধান প্রতিবেদক
গোলাম মোর্তোজা
প্রতিবেদক
জয়ন্ত আচার্য
সাইফুল হাসান, বদরুদ্দোজা বাবু
সহযোগী প্রতিবেদক
বদরুল আলম নাবিল
আসাদুর রহমান, রুহুল তাপস
প্রদায়ক
জসিম মল্লিক
প্রধান আলোকচিত্রী
ডেভিড বারিকদার
আলোকচিত্রী
তুহিন হোসেন
নিয়মিত লেখক
আসজাদুল কিবরিয়া, নাসিম আহমেদ
সুমী শাহাবুদ্দিন, জুটন চৌধুরী
ফাহিম হুসাইন
চট্টগ্রাম প্রতিনিধি
সুমি খান
যশোর প্রতিনিধি
মামুন রহমান
সিলেট প্রতিনিধি
নিজামুল হক বিপুল
বিশেষ বিদেশ প্রতিনিধি
মিজানুর রহমান খান
হলিউড প্রতিনিধি
মুনাওয়ার হুসাইন পিয়াল
জার্মানি প্রতিনিধি
সরাফউদ্দিন আহমেদ
নিউইয়র্ক প্রতিনিধি
আকবর হায়দার কিরণ
কম্পিউটার গ্রাফিক্স প্রধান
নূরুল কবীর
প্রযুক্তি উপদেষ্টা
শাহরিয়ার ইকবাল রাজ
শিল্প নির্দেশক
কনক আদিত্য
কর্মাধ্যক্ষ
শামসুল আলম

যোগাযোগ
৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স ঃ **৯৩৫০৯৫১ - ৩**
সার্কুলেশন/বিজ্ঞাপন ঃ **৯৩৪৯৪৫৯**
ফ্যাক্স ঃ **৯৩৫০৯৫৪**
চট্টগ্রাম অফিস : ১৪/ক, এসি দত্ত লেন, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম ৪০০০
ইমেল ঃ info@shaptahik2000.com

দাম ঃ ১৫ টাকা

মিডিয়াওয়ার্ল্ড লিমিটেড
৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০-এর পক্ষে **মাহফুজ আনাম** কর্তৃক প্রকাশিত ও **ট্রান্সক্রাফট লিঃ**, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ থেকে মুদ্রিত।

www.shaptahik2000.com

সম্পাদকীয়

সারা দেশে চাঁদাবাজের দৌরাত্ম্য বেড়েছে। আওয়ামী লীগ শাসনামলে চাঁদাবাজি হতো নীরবে। ক্ষমতাসীন দলের গডফাদারদের নিয়ন্ত্রণে। ক্ষমতায় পালা বদল হয়েছে। অথচ পরিস্থিতির হয়েছে অবনতি। চাঁদাবাজি চলছে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে। প্রকাশ্য দিবালোকে। চাঁদাবাজির অভিযোগ এখন জোট সরকারের মন্ত্রী, এমপি থেকে গ্রামের পাতি নেতার বিরুদ্ধে। চাঁদাবাজির শিকার ফুটপাতের হকার, ক্ষুদে দোকানি, সড়ক পথের ট্রাক, বাস, এমনকি নৌপথের জলযান। নীরব পুলিশ। তারাও অংশীদার। অসহায় জনগণ।

নদীমাতৃক দেশটির নৌপথও আজ নিরাপদ নয়। মেঘনা, যমুনা, পদ্মা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা সব নদীতে চলছে চাঁদাবাজি। বর্ষা মৌসুমে শীতলক্ষ্যায় চলে কয়েক হাজার ট্রলার। শুকিয়ে থাকা জলপথ ডেমরা থেকে বারিধারা, টঙ্গী বর্ষার পানিতে হয় সচল। বারিধারায় রয়েছে কয়েকটি হাউজিং সেক্টর। বসুন্ধরা, এরোমেটিক, বনরূপা এই মাঠগুলোতে দিনভর বালু ভরাটের কাজ চলে। শীতলক্ষ্যা ও মেঘনা থেকে ট্রলার নিয়ে আসে এই বালু। প্রতিদিন শীতলক্ষ্যায় ৬/৭টি স্পটে ড্রেজিং চলে। প্রতিদিন কয়েক লাখ সিএফটি বালু পাওয়া যায় এসব স্পট থেকে। স্পটগুলো থেকে বালু ভর্তি ট্রলারগুলো শীতলক্ষ্যার ওপর দিয়ে এসে পৌঁছায় এসব হাউজিং সাইটে। বালু ভর্তি ট্রলারগুলোকে ১২টি স্পটে চাঁদা দিতে হয়। ১২টি স্পটের মধ্যে ১০টি স্পট শীতলক্ষ্যায়। দুটো মেঘনায়। দুটো রুটের তিন হাজার ট্রলার থেকে ১২টি স্পটে দিনে চাঁদা ওঠে ৬ লাখ ৩০ হাজার টাকা। প্রতি মাসে দুই কোটি টাকা। এ টাকা ভাগাভাগি হয় জনপ্রতিনিধি স্থানীয় সাংসদ, স্থানীয় ক্ষমতাসীন নেতা, পুলিশের মধ্যে। বিচিত্র এদেশ। সেলুকাস! প্রকাশ্যে চাঁদাবাজি হলেও নীরবে হয় ভাগবাটোয়ারা।

দেশের রাজনীতিতে চলছে আদর্শের দেউলিয়াত্ব। সংসদ সদস্য নির্বাচনে দলীয় টিকিট পাওয়া যায় টাকার বিনিময়ে। কয়েক কোটি টাকা খরচ করে নেতা সাংসদ হয়। এ টাকা তার তুলতে হবে। এ কারণে মরিয়া সে। ক্ষমতাসীন হলে সুবিধা বেশি। পুলিশ তার সহায়ক। অংশীদার। নেতা চাঁদাবাজি করে বলে, কর্মীরা নেমে পড়ে। এ কারণে নিয়ন্ত্রণহীন চাঁদাবাজি। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি। চাঁদাবাজির কারণে আজ খুন হচ্ছে ব্যবসায়ী। অপহরণ হচ্ছে কোলের শিশু, স্কুলগামী ছাত্র। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী টেলিভিশনে বক্তব্য দিচ্ছেন। সংশ্লিষ্ট অপরাধীকে গ্রেপ্তার করতে। তিনি চাঁদা তোলার জন্য দিনমজুর ইব্রাহিম, বজলুকে গ্রেপ্তার করলেও সাংসদ সালাহউদ্দিনকে গ্রেপ্তার করতে পারবেন না। শুধু চাঁদাবাজ গ্রেপ্তারের নামে বাহবা নেবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, পুলিশ।

এ পরিস্থিতির পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন। শুধু নিজের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য নয়, মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে সাংসদকে কাজ করতে হবে। এ প্রতিশ্রুতি তারা নির্বাচনের পূর্বে জনগণকে দিয়েছিলো।

প্রচ্ছদের ছবি : **আনোয়ার মজুমদার**